গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক- এর দপ্তর

ডিপিডিসি'র মে, ২০২৩ খ্রি. মাসের APA অগ্রগতি ও মাসিক অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	বিকাশ দেওয়ান ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সভার তারিখ	২১/০৫/২০২৩ খ্রি.
সভার সময়	সকাল ১০.৩০ ঘটিকা
স্থান	ভার্চুয়াল সভা (Zoom)।
উপস্থিতি	ডিপিডিসি'র নির্বাহী প্রকৌশলী / ম্যানেজার হতে সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

সভাপতি উপস্থিত সকল কর্মকর্তাদেরকে স্বাগতম জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে জেনারেল ম্যানেজার (আইসিটি, এনার্জি এন্ড মিটারিং) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। সভায় ২০২২-২৩ খ্রি. অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম-সম্পাদন সূচক (APA) এর অগ্রগতি ও বিগত এপ্রিল, ২০২৩ খ্রি. মাসিক অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভা পর্যালোচনা করে প্রায় সকল আলোচ্যসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়:

আলোচ্যসূচি-০১: সিস্টেম লস

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সভাকে অবহিত করা হয় যে, ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ডিপিডিসি'র জন্য Overall সিস্টেম লস এর লক্ষ্যমাত্রা ৭.০৫ নির্ধারণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে মার্চ-২৩ মাসের APA প্রদত্ত সিস্টেম লস সূচকে মুগদাপাড়া, সাতমসজিদ, স্বামীবাগ এনওসিএস এর সিস্টেম লস ডিপিডিসি'র জন্য প্রযোজ্য লক্ষমাত্রা অনুযায়ী অর্জিত হয়নি। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সিস্টেম লস কমানোর জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়। ২০২২-২৩ খ্রি: অর্থ বছরের Overall সিস্টেম লস এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এর জন্য বছরের প্রথম থেকেই সকল এনওসিএসকে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়।	ক) APA ২০২২-২৩ এ সিস্টেম লস এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্যে এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীগণ সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। বিশেষ করে মুগদাপাড়া, সাতমসজিদ, স্বামীবাগ এনওসিএস লক্ষমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। খ) অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার (রাতে অটো গ্যারেজ এর হুকিং) প্রতিরোধের জন্য প্রত্যেক এনওসিএস (especially মতিঝিল, রমনা, কাজলা, নারিন্দা, বাংলাবাজার, স্বামীবাগ ও নারায়নগঞ্জ) ডিপিডিসি'র ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও স্পেশাল টাস্কফোর্স এর সহযোগিতায় অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করবে। সান্ধ্যকালীন ম্যজিস্ট্রেট ড্রাইভ দেওয়ার সময় পুলিশ প্রশাসন এর সহায়তা নিতে হবে। গ) এনওসিএস স্বামীবাগ এর সিস্টেম লস হ্রাসকরনের লক্ষ্যে উক্ত এনওসিএস এর আওতাধীন ০৩ টি ফিডার (ধূপখোলা, বেগমগঞ্জ ও আইজিগেট) এর ইম্পোর্ট মিটার ভালোভাবে চেক করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ট্যারিফ এন্ড এ্যানার্জি অডিট এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মিটারিং সম্মিলিতভাবে নারিন্দা গ্রীডে পরিদর্শন করবেন এবং বর্ণিত ফিডার এর ইম্পোর্ট পয়েন্ট এর মিটার ঠিকমত কাজ করছে কীনা তা যথাযথভাবে analysis করে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে করনীয় সম্পর্কিত ০১ টি রিপোর্ট আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে নির্বাহী পরিচালক, (অপারেশন) মহোদয় এর নিকট প্রেরণ করবেন।	নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন)/ এডমিন এন্ড এইচআর/ প্রধান প্রকৌশলী (এনওসিএস নর্থ/সাউথ/সেন্ট্রাল)/ জিএম, (আইসিটি)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)/ ট্যারিফ এন্ড এ্যানার্জি অডিট/ মিটারিং/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)/ ম্যানেজার, আইসিটি (ডেভেলপমেন্ট)।

আলোচ্যসূচি-০২: CB Ratio / একাউন্টস রিসিবএবেল

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

সভায় জানানো হয় যে, ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ডিপিডিসি'র জন্য Overall CB Ratio এর লক্ষ্যমাত্রা ৯৯ নির্ধারণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে এনওসিএস কামরাঙ্গীরচর, শেরেবাংলানগর, রমনা, শ্যামপুর, মাতুয়াইল, ফতুল্লাহ ও শীতলক্ষ্যা এর মার্চ, ২৩ খ্রি: মাসের CB Ratio এর লক্ষমাত্রা অর্জিত হয়নি। চলতি অর্থ বছরে প্রদত্ত সূচক এর লক্ষ্যমাত্রা অনেক চ্যালেঞ্জিং এবং মার্চ, ২৩ থেকেই লোডশেডিং হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই প্রতিনিয়ত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট ড্রাইভ দিয়ে সিবি রেশিও এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।	APA ২০২২-২৩ অর্থ বছরে CB Ratio এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মে, ২৩ খ্রি: মাসে (নর্থ জোন-২৭৮ কোটি, সেন্ট্রাল জোন-২৪৯ কোটি ও সাউথ জোন-৩৭৫ কোটি) সর্বমোট ৯০২ কোটি টাকা এবং জুন, ২৩খ্রি: এর মধ্যে (নর্থ জোন-৩০১ কোটি, সেন্ট্রাল জোন-২৬১ কোটি ও সাউথ জোন-৪০১ কোটি) সর্বমোট ৯৬৪ কোটি টাকা আদায় করতে হবে। এলক্ষ্যে ০৩ জোনের প্রধান প্রকৌশলী তার আওতাধীন এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীকে জোন ওয়ারী বিল কালেকশন এর একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করে দিবেন। এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীগণ উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিল কালেকশন করবেন। এনওসিএস জোনের প্রধান প্রকৌশলী ও এনওসিএস সার্কেল এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ বর্ণিত বিষয়টি সার্বিকভাবে তদারকি করবেন।	নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন)/ প্রধান প্রকৌশলী (এনওসিএস নর্থ/সাউথ/সেন্ট্রাল)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)।

<u>আলোচ্যসূচি-০৩:</u> **বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান ও আধা-সরকারী/ স্বায়ত্বশাসিত / কর্পোরেশনসমূহের নিকট বকেয়া**

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

সভায় বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান ও আধা-সরকারী/ স্বায়ত্বশাসিত/কর্পোরেশনসমূহের নিকট হতে বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা কর্তৃক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।	ক) সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে ডিপিডিসি'র অভ্যন্তরীণ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান সমূহ (বিশেষ করে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, এফডিসি, PWD, সিটি কর্পোরেশন, পুলিশ কোয়ার্টার, পুলিশ হাসপাতাল, সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, ওয়াসা, বিহারী ক্যাম্প, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইত্যাদি) এর সাথে এবং বকেয়া আদায়ে বিদ্যুৎ বিভাগের দায়িত্বরত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে বকেয়া আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন এবং পরবর্তী অর্থ বছরের প্রথম থেকেই বর্ণিত খাতে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে চিঠি দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। খ) সিটি কর্পোরেশন, পুলিশ কোয়ার্টার, পুলিশ হাসপাতাল, PWD, মুগদাপাড়া হাসপাতাল, এফডিসি, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে ডিপিডিসি'র অভ্যন্তরীণ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ যথাযথ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের appointment গ্রহণ পূর্বক ডিপিডিসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় ও নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন) সহ সাক্ষাৎ/মিটিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রয়োজনে বিধি মোতাবেক নোটিশ প্রদান পূর্বক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। গ) প্রত্যেক এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীকে আগামী ০৩ মাসের মধ্যে তার স্ব স্ব এনওসিএস এর আওতাধীন সিটি কর্পোরেশনের স্ট্রীট লাইটের বিল করার জন্য মিটার স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। কোন কোন পয়েন্টে ডিবি বক্স স্থাপনের মাধ্যমে মিটারিং করে স্ট্রীট লাইটের বিল করা হবে সে লক্ষ্যে এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীগণ সিটি কর্পোরেশন এর প্রতিনিধি নিয়ে যৌথ সার্ভে করবেন। সার্ভে করাসহ মিটার স্থাপনের সময় সিটি কর্পোরেশন তাদের প্রতিনিধি দিয়ে সহায়তা না করলে বিষয়টি চিঠির মারফতে বিদ্যুৎ বিভাগকে অবহিত করতে হবে। বিদ্যুৎ বিভাগের সহায়তা নিয়ে বিষয়টি স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে। সিটি কর্পোরেশন এর মেয়র মহোদয় ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে চিঠির অনুলিপি দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী (এনওসিএস নর্থ/ সেন্ট্রাল/ সাউথ)/ জিএম, (আইসিটি)/ বর্ণিত বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস সার্কেল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)।

আলোচ্যসূচি-০৪: এস্টিমেটেড বিল ও জিরো ইউনিট বিল, ডিস্পুটেড বিল ও খারাপ মিটার পরিবর্তন সংক্রান্ত:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সভায় জিএম, আইসিটি জানান যে, এনওসিএস মগবাজার বিভাগে ০৩ মাসব্যাপী ১২১ টি মিটার খারাপ রয়েছে। নির্বাহী প্রকৌশলী, এনওসিএস মগবাজার জানান যে, খারাপ মিটার ভালভাবে যাচাই বাছাই করে পরিবর্তনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। পরবর্তীতে জিএম, আইসিটি সভাকে অবহিত করেন যে, পূর্বের মাসের চেয়ে খারাপ মিটারের সংখ্যা কমেছে এবং প্রতিনিয়ত এনওসিএস থেকে খারাপ মিটার পরিবর্তন করা হচ্ছে। সিস্টেম লস কমার স্বার্থে ও বিলিং সিস্টেম সহজীকরণের লক্ষ্যে নষ্ট মিটারগুলো অবিলম্বে পরিবর্তনের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ক) প্রত্যেক এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলী ফিডার ভিত্তিক নষ্ট মিটারের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক পর্যায়ক্রমে মিটার সমূহ পরিবর্তন করবেন। প্রধান প্রকৌশলী, এনওসিএস জোন ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এনওসিএস সার্কেল বিষয়টি মনিটর করবেন। খ) প্রত্যেক জোন ওয়ারী এনওসিএস এর আওতাধীন নিখোঁজ গ্রাহকের স্ট্যাটাস কী, কতগুলো গ্রাহক খুঁজে পাওয়া গেছে, কতগুলো গ্রাহকের টাকা আদায় হয়েছে, কতটুকু write-off এ যাবে প্রভৃতি বিষয়ের কার্যক্রম জিএম, অডিট আগামী ০২ মাসের মধ্যে চূড়ান্ত করবেন এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি আগামী মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করবেন। এছাড়া কেস টু কেস স্টাডি করে গ্রাহকের জিরো ইউনিট consumption সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীগণ সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।	নির্বাহী পরিচালক, (অপারেশন)/ প্রধান প্রকৌশলী, এনওসিএস (নর্থ/ সেন্ট্রাল/ সাউথ)/ জিএম, অডিট/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস সার্কেল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)।

আলোচ্যসূচি-০৫: নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সভায় জিএম, আইসিটি জানান যে, সকল এনওসিএস এর আওতাধীন আবাসিক গ্রাহকদের ডিমান্ড নোট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইস্যু হয়েছে যার শতকরা হার ৯৮% এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবাসিক গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে যার শতকরা হার ৯৯.৮৪%। এছাড়া এইচটি গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ডিমান্ড নোট ইস্যুর শতকরা হার ৯৫.২৪% এবং বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের শতকরা হার ১০০% নিশ্চিত হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।	ক) আবাসিক (LT) বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ২ কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করে ডিমান্ড নোট ইস্যু করতে হবে । ডিমান্ড নোটের টাকা, মিটার ও সার্ভিস চার্জ জমা দেয়া সাপেক্ষে পরবর্তী ০২ কর্মদিবসের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করতে হবে। খ) ১১ কেভি ও তদূর্ধ্ব ভোল্টেজের গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে সকল শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে আবেদনের ১৩ দিনের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করে ডিমান্ড নোট ইস্যু করতে হবে। ডিমান্ড নোটের টাকা জমা, সোলার প্যানেল স্থাপন, মিটার সরবরাহ, মিটার টেস্ট সম্পন্ন করার সাপেক্ষে পরবর্তী ২ কর্মদিবসের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করতে হবে। গ) অনলাইনে নিউ কানেকশন এর পাশাপাশি গ্রাহকের নাম পরিবর্তন, মিটার পরিবর্তন, ট্যারিফ পরিবর্তন ও মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পেমেন্ট সংক্রান্ত কাজের জন্য আইসিটি দপ্তর থেকে ইতোমধ্যে সফটওয়্যার ডেভেলপ করা হয়েছে। যার ফলে বিষয়ে বর্ণিত কাজগুলো ম্যানুয়াল এর পরিবর্তে অনলাইনে সম্পন্ন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন)/ জিএম, (আইসিটি)/ প্রধান প্রকৌশলী (এনওসিএস নর্থ/সাউথ/সেন্ট্রাল)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস সার্কেল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)।

আলোচ্যসূচি-০৬: কাস্টমার মাস্টার ডাটা (মোবাইল নম্বর, ন্যাশনাল আইডি নম্বর, ই-মেইল এড্রেস ও টিআইএন নম্বর) হালনাগাদ সংক্রান্ত:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সভায় জিএম, আইসিটি জানান যে, গ্রাহকের মাস্টার ডাটা আপডেট করার জন্য আইসিটি দপ্তর থেকে একটি অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। এনওসিএস এর মিটার রিডারগণ গ্রাহক আঙ্গিনায় গিয়ে গ্রাহকদের পোস্ট-পেইড বিল দেওয়ার সময় আইসিটি দপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত অ্যাপসে গ্রাহকের এনআইডি নম্বর, মোবাইল নম্বর, টিন নম্বর ও ই-মেইল আইডি এন্ট্রি দিলে দ্রুত গ্রাহকের মাস্টার আপডেট করা যাবে।	ক) গ্রাহকের মোবাইল নম্বর ও এনআইডির তথ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে এনওসিএস এর মিটার রিডার ও লাইনম্যান গ্রাহক আঙ্গিনায় গিয়ে গ্রাহকদের নিকট হতে সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করে এনওসিএস কর্তৃক বিতরণকৃত ফর্ম পূরণ করবে। অতঃপর লোকাল আইসিটি প্রিপেইড ও বিলিং সফটওয়ারে উক্ত তথ্য আপডেট করবে। এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীগণ বর্ণিত বিষয়টি নিবিড়ভাবে তদারকি করবেন। খ) ন্যাশনাল আইডি ও মোবাইল নম্বর ছাড়া কোন অবস্থাতেই গ্রাহককে নতুন সংযোগ প্রদান করা যাবেনা।	নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন)/ জিএম, (আইসিটি)/ প্রধান প্রকৌশলী (এনওসিএস নর্থ/সাউথ/সেন্ট্রাল)/ ডিজিএম, আইসিটি (রেভেনিউ)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস সার্কেল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)।

আলোচ্যসূচি-০৭: প্রি-পেইড মিটার সংক্রান্ত

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

সভায় সকল এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলী প্রি-পেইড মিটারের অনিয়মিত রিচার্জ এর আরও ৫০০ টি কেইস সার্ভে পূর্বক পদক্ষেপ/সুপারিশ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন পরবর্তী সমন্বয় সভার পূর্বে নির্বাহী পরিচালক, (অপারেশন) মহোদয়ের দপ্তরে প্রেরণ এর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এপিএর কোয়ার্টার ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনা চলাকালীন স্মার্ট প্রি-পেইড মিটারের প্রকল্প পরিচালক জানান যে, সার্ভে করে ডিসিউ লাগানো হয়েছে, pairing এর কাজও চলমান রয়েছে, কিন্তু MDM software কাজ করছেনা বিধায় মিটারগুলো বিলিং এর আওতায় নিয়ে আসা যাচ্ছেনা। এ বিষয়ে অকুলিন টেককে বেশ কয়েকবার চিঠি দেওয়া হয়েছে। টেক মাহেন্দ্র এর সাথে অভ্যন্তরীণ আর্থিক বিষয় ও চুক্তি নবায়ন জনিত সমস্যার কারনে মিটার স্থাপনে বিলম্ব হচ্ছে যা ঈদের পরে সমাধান হয়ে যাবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক সভায় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।	ক) ২০২২-২৩ অর্থ বছরের মধ্যেই প্রি-পেইড গ্রাহকের পূর্বের পোস্ট-পেইড মিটারের বকেয়া ২৯ কোটি টাকা আগামী জুন, ২৩ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রি: মাসের মধ্যে (প্রতি মাসে মোট বকেয়ার ২০% হারে) আদায়ের বিষয়ে ১৭ টি এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে ভেন্ডিং বন্ধ ও লাইন disconnect করে বকেয়া আদায়ের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। বিষয়ে বর্ণিত কার্যক্রমের অগ্রগতি সংশ্লিষ্ট এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে প্রতি মাসের মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। খ) সকল এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলী প্রি-পেইড মিটারের অনিয়মিত রিচার্জ এর আরও ৫০০ টি কেইস সার্ভে পূর্বক পদক্ষেপ/সুপারিশ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন পরবর্তী সমন্বয় সভার পূর্বে নির্বাহী পরিচালক, (অপারেশন) মহোদয়ের দপ্তরে প্রেরণ করবে। নির্বাহী প্রকৌশলী, নির্বাহী পরিচালক, (অপারেশন) সকল প্রতিবেদন কম্পাইল করবেন এবং পরবর্তী সভায় এর সারমর্ম উপস্থাপন করবেন (গৃহীত পদক্ষেপ সহ)। গ) AMI প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালককে স্মার্ট প্রি-পেইড মিটারের সফটওয়্যার সংক্রান্ত সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ঘ) ২৫ শে জুন, ২০২৩ খ্রি: মাসের মধ্যে প্রি-পেইড সংশ্লিষ্ট এনওসিএস কে অবশিষ্ট ৪৭২৬৫ প্রি-পেইড মিটার সংশ্লিষ্ট এনওসিএস এর টার্গেট অনুযায়ী (মোট টার্গেট ৭৫০০০) স্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঙ) জুন'২০২৩ পর্যন্ত খোলা বাজার ও ডিপিডিসি প্রদত্ত মিটার উভয় দ্বারা নতুন সংযোগ প্রদান করা যাবে। আগামী জুলাই' ২০২৩ হতে ডিপিডিসি'র সকল প্রি-পেইড এনওসিএস সমূহের নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে গ্রাহক কর্তৃক খোলা বাজার হতে প্রি-পেইড মিটার ক্রয় পূর্বক নতুন সংযোগ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। এনওসিএস সার্কেল এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ বর্ণিত বিষয়টি সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধায়ন করবেন। চ) প্রি-পেইডধারী গ্রাহকদের sanction load এর তুলনায় অতিরিক্ত লোড ব্যবহারের প্রবণতা পরিলক্ষিত হওয়ায় জরুরি ভিত্তিতে প্রি-পেইড মিটারে ডেসকোর ন্যায় সার্কিট ব্রেকার apply করতে হবে এবং দ্বিগুণ হারে ডিমান্ড চার্জ আদায়সহ ডিপিডিসি'র miscellaneous income বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। জিএম, আইসিটি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	নির্বাহী পরিচালক, (অপারেশন)/ নির্বাহী পরিচালক, (আইসিটি এন্ড প্রকিউরমেন্ট)/ নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল)/ প্রধান প্রকৌশলী (এনওসিএস নর্থ/সাউথ/সেন্ট্রাল)/ প্রধান প্রকৌশলী (পিএন্ডডি)/ জিএম, আইসিটি/ ডিজিএম, (আইসিটি ডেভেলপমেন্ট)/ প্রকল্প পরিচালক (৮.৫ লক্ষ স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস সার্কেল)/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মিটারিং)/ প্রকল্প পরিচালক-০১/ ডিজিএম/ ম্যানেজার, (আইসিটি ডেভেলপমেন্ট)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (নির্বাহী পরিচালক, অপারেশন)/ (সকল এনওসিএস ও টাস্কফোর্স টীম এর সদস্য)।

আলোচ্যসূচি-০৮: পাওয়ার ফ্যাক্টর সংক্রান্ত

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

সভায় জিএম, আইসিটি জানান যে, ক্ষুদ্র, বৃহৎ শিল্প গ্রাহক আঙ্গিনায় স্থাপিত পিএফআই প্যানেল সঠিকভাবে বসানো হচ্ছেনা। অধিকাংশ গ্রাহক আঙ্গিনায় পিএফআই প্যানেল বসানো হলেও পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৭৫ এর নীচে। যার ফলে ডিপিডিসি প্রতিনিয়ত লসের সম্মুখীন হচ্ছে। BERC এর নির্দেশনা অনুযায়ী পাওয়ার ফ্যাক্টর এর মান পর পর ০৩ মাস ০.৭৫ এর নীচে হলে নোটিশ দিয়ে গ্রাহকের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে মর্মে জিএম, আইসিটি সভায় অবহিত করেন। গ্রাহক আঙ্গিনায় সঠিক মানের ক্যাপাসিটর স্থাপন এর জন্য গ্রাহককে চিঠি দিয়ে সঠিক পিএফআই প্যানেল বসিয়ে পাওয়ার ফ্যাক্টর এর মান বৃদ্ধির বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ক) সকল এনওসিএস দপ্তরকে গ্রাহক আঙ্গিনায় স্থাপিত পিএফআই প্যানেল নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে। পরিদর্শনকালে পাওয়ার ফ্যাক্টর এর মান .৯০ এর নীচে পাওয়া গেলে গ্রাহককে সঠিক মানের ক্যাপাসিটর এর পিএফআই স্থাপন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। পাওয়ার ফ্যাক্টর এর মান পর পর ০৩ মাস ০.৭৫ এর নীচে নেমে গেলে গ্রাহককে পাওয়ার ফ্যাক্টর এর মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনে চিঠি দিতে হবে। পরবর্তীতে পাওয়ার ফ্যাক্টর এর মান উন্নীত না হলে নোটিশ দিয়ে লাইন বিচ্ছিন্ন করতে হবে। এছাড়া নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের সময় গ্রাহক আঙ্গিনায় সঠিক মানের ক্যাপাসিটর এর পিএফআই প্যানেল স্থাপন হয়েছে কীনা তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক চেক করতে হবে। সঠিক মানের ক্যাপাসিটর এর পিএফআই প্যানেল গ্রাহক আঙ্গিনায় স্থাপিত না হলে কোন অবস্থাতেই নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা যাবেনা। খ) ট্রান্সফরমার লস ও পাওয়ার ফ্যাক্টর চার্জ এর নতুন নিয়ম ডিপিডিসি'র পোস্ট পেইড বিলিং সিস্টেমে কার্যকরের এর উদ্যোগ নতুন ট্যারিফ আপডেট হওয়ার পরে নিতে হবে। ডিজিএম, আইসিটি (রেভেনিউ) বর্ণিত বিষয়টি সার্বিকভাবে তদারকি করবেন।	নির্বাহী পরিচালক, (অপারেশন)/ জিএম, আইসিটি/ প্রধান প্রকৌশলী (এনওসিএস নর্থ/ সেন্ট্রাল/ সাউথ জোন)/ ডিজিএম, আইসিটি (এভেনিউ)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস সার্কেল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)।

আলোচ্যসূচী-০৯: জিআইএস ম্যাপিং সংক্রান্ত:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সভায় নির্বাহী প্রকৌশলী, জিআইএস ম্যাপিং জানান যে, কাজলা সাব-স্টেশন এর ০১টি ট্রান্সফরমারের সার্ভে বাকী আছে। উক্ত কাজের সার্ভে হয়ে গেলে জিআইএস এর শতভাগ ম্যাপিং এর কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে মর্মে তিনি সভায় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভার এক পর্যায়ে জিএম, আইসিটি জানান যে, ৩৩ কেভি লাইনের শতকরা ৫৮ ভাগ জিআইএস ম্যাপিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে নির্বাহী প্রকৌশলী, জিআইএস প্রকল্প অবহিত করেন যে, প্রকল্প পরিচালক-০১ দপ্তর থেকে অদ্যাবধি as built drawing পাওয়া যায়নি। প্রকল্প দপ্তর-০১ কে তার প্রকল্পের অবশিষ্ট যেই কাজটির ২০% বাকী রয়েছে তা ব্যতিরেকে অবশিষ্ট ৮০% কাজ এর as built drawing অবিলম্বে জিআইএস ম্যাপিং এর প্রকল্প পরিচালক এর দপ্তরে প্রেরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। তিনি আরও অবহিত করেন যে, ১১ কেভি লাইনের জিআইএস ম্যাপিং এর কাজ শতকরা ৭৭ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের as built drawing সময়মত জিআইএস দপ্তরে প্রেরণ না করার কারনে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ম্যাপিং এর কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাচ্ছেনা। তৎপ্রেক্ষিতে প্রধান প্রকৌশলী, ডেভেলপমেন্ট আগামী মে, ২০২৩ খ্রি: এর মধ্যে জিআইএস ম্যাপিং কাজ এর ভাল অগ্রগতি হবে মর্মে সভায় উপস্থিত সকলকে আশ্বস্ত করেন।	ক) প্রকল্প পরিচালক-০১ কে অবিলম্বে তার প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজের as-built drawing জিআইএস দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। খ) ২০২২-২৩ অর্থ বছরের APA এর টার্গেট অনুযায়ী লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ সংক্রান্ত কাজের প্রমাণক হিসেবে প্রকল্প ওয়ারী পৃথক PIC & PSC কমিটির সভার কার্য-বিবরণীর সিদ্ধান্তের অংশে লাইন নির্মাণ ও উপকেন্দ্র স্থাপনের কাজ বাস্তবায়ন হয়েছে মর্মে উল্লেখ করার ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রধান প্রকৌশলী, ডেভেলপন্ট জিআইএস ম্যাপিং এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন এবং সামগ্রিকভাবে বর্ণিত কাজের বাস্তবায়নের সমন্বয় সাধন করবেন।	নির্বাহী পরিচালক, (প্রকৌশল)/ প্রধান প্রকৌশলী (ডেভেলপমেন্ট/ পিএন্ডডি)/ প্রকল্প পরিচালক (জিআইএস)/ প্রকল্প পরিচালক (পিডিএসডিপি/জিটুজি)/ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সকল কর্মকর্তা।

আলোচ্যসূচি-১০: সোলার ইন্সপেকশন সংক্রান্ত

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

সভায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রিনিউয়্যাবল এ্যানার্জী ডিপিডিসি'র সোলার রুফটপ সিস্টেম এর অগ্রগতি নিয়ে ০১টি পাওয়ার পয়েন্ট presentation জুম সিস্টেম এর মাধ্যমে শেয়ার করেন। presentation দেওয়ার সময় তিনি জানান যে, বর্তমানে ডিপিডিসিতে ৪৬৭২৩ টি রুফটপ সোলার সিস্টেম রয়েছে, তন্মোধ্যে জানুয়ারি, ২৩ খ্রি: মাস পর্যন্ত ডিপিডিসি'র ডাটাবেজে ২০২৮২ টি এন্ট্রি পড়েছে। অদ্যাবধি ২৬৪৪১ টি সোলার সিস্টেম এর তথ্য ডাটাবেজে এন্ট্রি দেওয়া বাকি রয়েছে। ২৬ টি এনওসিএস ডাটাবেজে কোন এন্ট্রি দেয়নি। সক্রিয় রুফটপ সোলার সিস্টেম এর তথ্য-উপাত্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হওয়ায় ডিপিডিসি'র রুফটপ সোলার সিস্টেম এর ডাটাবেজ দ্রুত আপডেট করার জন্য ডিপিডিসি'র রিনিউয়্যাবল এ্যানার্জি দপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ফরম্যাট অনুযায়ী তথ্য এনওসিএস দপ্তর থেকে প্রেরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। মর্মে তিনি সভায় অবহিত করেন। এছাড়া স্রেডা কর্তৃক প্রণীত নেট মিটারিং নির্দেশিকা সঠিকভাবে অনুসরন করা হচ্ছেনা বিধায় সকল এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীকে নিয়ে নেট মিটারিং নির্দেশিকা সংক্রান্ত ০১ টি ওয়ার্কশপ এর আয়োজন এর বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।	ক) সকল এনওসিএস দপ্তর আগামী ০১ মাসের মধ্যে গ্রাহক আঙ্গিনায় স্থাপিত রুফটপ সোলার প্যানেল পরিদর্শন করে সোলার সিস্টেম সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আইসিটি কর্তৃক ডেভেলপকৃত সোলার সিস্টেম সফটওয়্যারে এন্ট্রি দিবে। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রিনিউয়্যাবল এ্যানার্জী সোলার সিস্টেম ডাটাবেজে এন্ট্রি বিষয়ক একটি progress report পরবর্তী মাসের মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করবেন। খ) ডিপিডিসি'র রুফটপ সোলার সিস্টেম সক্রিয় আছে কীনা সে সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করতে হবে বিধায় সকল এনওসিএসকে আগামী ০১ মাসের মধ্যে ডিপিডিসি'র রিনিউয়্যাবল এ্যানার্জি দপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ফরম্যাট অনুযায়ী তথ্য-উপাত্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রিনিউয়্যাবল এ্যানার্জি দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, (অপারেশন)/ জিএম, আইসিটি/ ডিজিএম, আইসিটি (রেভেনিউ)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (রিনিউয়্যাবল এ্যানার্জি)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস সার্কেল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)/ ম্যানেজার আইসিটি (রেভেনিউ)।

আলোচ্যসূচি-১১: AMR

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

সভায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মিটারিং জানান যে, এ যাবৎ ৩২১২ টি মডেম বসানো হয়েছে। ২৩৮ টি মিটারের ডাটা আসেনা। ঐ মিটারগুলো অনেক পুরাতন হওয়ায় মিটারের কমুনিকেশন পোর্ট ঠিকমত কাজ করেনা। এছাড়া গ্রামীণের নেটওয়ার্কজনিত সমস্যা ও সীম ইনঅ্যাক্টিভ এর কারনে মিটারে ঠিকমত ডাটা আসেনা। গ্রামীণ ফোনের সীম বন্ধ থাকায় বিকল্প অপারেটর হিসেবে বাংলালিংক ও রবির সাথে চুক্তি করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। তিনি সভায় আরও অবহিত করেন যে, মডেমসহ ২৫০০ টি এলটিসিটি ও এইচটি মিটার ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয়ের অনুমোদনের বিষয়টি পরবর্তী বোর্ড সভায় উত্থাপন করা হবে। গ্রামীণ ফোনের সীম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা থাকায় মডেম ব্যবহার করা যাচ্ছেনা। বিকল্প সীম হিসেবে test basis এ বাংলালিংক এর ৫০টি সীম ব্যবহার করা হচ্ছে যার ডাটা সিস্টেমে আসছে। এছাড়া সিস্টেমে ৩০৭০ টি মডেম লাগানো হয়েছে। ২২৫ টি হোল কারেন্ট মিটার আছে যা এলটি সিটি মিটার দিয়ে প্রতিস্থাপন করা গেলে উক্ত মিটারগুলোকে এএমআর সিস্টেম এর আওতায় নিয়ে আসা যাবে। সভায় তিনি আরও অবহিত করেন যে, প্রতিনিয়ত প্রচুর পরিমাণ সিঙ্গেল ও থ্রী ফেইজ মিটার মিটার টেস্টিং বেঞ্চ এ বসিয়ে টেস্ট করার কারণে বেঞ্চ গুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে টেস্টিং বেঞ্চ এর উপর চাপ কমানোর জন্য সিঙ্গেল ফেইজ মিটার এর ভোল্টেজ, কারেন্ট স্থানীয়ভাবে এনওসিএস থেকে টেস্ট করার ব্যাপারে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।	ক) অধিকাংশ এনওসিএস এ মিটার স্বল্পতার কারনে বিলিং করা যাচ্ছেনা বিধায় গ্রাহক সেবা ব্যাহত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কনট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট ২৫০০ সিকিউর (এলটিসিটি ও এইচটি) মিটার ও মডেম ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয়ের প্রস্তাব ডিপিডিসি'র বোর্ড সভায় উত্থাপন করবেন। খ) AMR মিটার এর ফেইজ মিসিং (ভোল্টেজ, কারেন্ট) এর বিষয়টি প্রতিদিন সংশ্লিষ্ট এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলী/ তার প্রতিনিধি ওয়েবসাইটে AMR সংক্রান্ত সফটওয়্যার থেকে চেক করবে ও দ্রুত বর্ণিত সমস্যাটি সমাধানের জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মিটারিং ও তার আওতাধীন দপ্তর এর সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	নির্বাহী পরিচালক, (অপারেশন)/ আইসিটি এন্ড প্রকিউরমেন্ট/ জিএম, আইসিটি/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মিটারিং)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চুক্তি ও ক্রয়)/ ডিজিএম, আইসিটি (রেভিনিউ/ ডেভেলপমেন্ট)/ স্টোর ম্যানেজমেন্ট সার্কেল/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস সার্কেল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)।

<u>আলোচ্যসূচি-১২:</u> ১১ কেভি ফিডার অটোমেশন ও SAIDI/SAIFI:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সভায় জিএম, আইসিটি জানান যে, ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জন্য সর্বমোট ৮২৪ টি ফিডারের মধ্যে ক্রমপুঞ্জিভূত লক্ষ্যমাত্রার ৪৩% হিসেবে মোট ৩৫৪ টি ফিডার অটোমেট করতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গ্রীড দক্ষিণ জানান যে, ঈদের পরে পোস্তোগোলা ও আইজিগেট উপকেন্দ্রের ১১ কেভি ফিডার অটোমেশন এর আওতায় চলে আসবে। এছাড়া মে, ২৩ খ্রি: এর মধ্যে মগবাজার টিএন্ডটি কিংবা খানপুর উপকেন্দ্রের ১১ কেভি ফিডার অটোমেশন সহ মোট ৫৩টি নন সাসযুক্ত ১১ কেভি ফিডার অটোমেশন করা হবে। পরবর্তীতে, নির্বাহী প্রকৌশলী, সিস্টেম প্রটেকশন (সাউথ) জানান যে, এপ্রিল, ২৩ খ্রি: মাসের মধ্যে ফতুল্লা ও চর-সৈয়দপুর উপকেন্দ্রের সাস যুক্ত ১১ কেভি ফিডার অটোমেশনসহ মোট ৪৫টি সাসযুক্ত ১১ কেভি ফিডার চলতি অর্থ বছরে অটোমেশন এর আওতায় নিয়ে আসা হবে। তিনি সভায় আরও অবহিত করেন যে, স্ক্যাডায় বুয়েট এর ০৪ টি সার্ভার রয়েছে যা ১১ কেভি ফিডার অটোমেশন কাজের স্বার্থে ব্যবহার করা হবে।	ক) SAIDI/SAIFI এর APA লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীগণ সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন। ২০২১-২২ অর্থ বছরে ২৭১ টি ১১ কেভি ফিডার ইতোমধ্যে অটোমেশন করা হয়েছে বিধায় চলতি অর্থ বছরে সর্বমোট ৮২৪ টি ফিডারের মধ্যে ক্রমপুঞ্জিভূত লক্ষ্যমাত্রার ৪৩% হিসেবে সাস ও নন সাস উপকেন্দ্রের আওতাধীন মোট ৮৩ টি ১১ কেভি ফিডার অটোমেশন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) সাস এর আওতায় ১১ কেভি ফিডার অটোমেশন কাজের স্বার্থে প্রধান প্রকৌশলী, (সিস্টেম অপারেশন এন্ড স্ক্যাডা) কে অবিলম্বে স্ক্যাডায় বিদ্যমান বুয়েট এর ০৪টি সার্ভার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিস্টেম প্রটেকশন দপ্তরের অনুকূলে ইস্যুর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গ) প্রত্যেকটি এনওসিএস এর আওতাধীন কোন ফিডারে মাস অনুযায়ী SAIDI/SAIFI লক্ষ্যমাত্রার অধিক হয়ে গেলে তা নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলীগণ পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন এবং দ্রুত মালামাল এর requisition দিয়ে স্টোর থেকে DOFC, MCCB ইস্যু করে স্থাপন এর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	নির্বাহী পরিচালক, (অপারেশন)/ অ্যাডমিন এন্ড এইচআর)/ জিএম, (আইসিটি)/ প্রধান প্রকৌশলী (সিস্টেম অপারেশন এন্ড স্ক্যাডা)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (গ্রীড নর্থ/ সাউথ সার্কেল)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সিস্টেম প্রটেকশন)/ সংশ্লিষ্ট আইসিটি কর্মকর্তা/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)

<u>আলোচ্যসূচি-১৩:</u> লোডশেডিং

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

সভায় জিএম, আইসিটি সকল এনওসিএস লোডশেডিং শিডিউল যথাযথভাবে অনুসরণ ও সিএমএস সফটওয়্যারে এন্ট্রি দেওয়া হচ্ছে কীনা জানতে চান। এর পরিপ্রেক্ষিতে, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিস্টেম কন্ট্রোল এন্ড স্ক্যাডা জানান যে, বর্তমানে maximum demand ১২০০ মে:ও: হলেও সর্বোচ্চ ডিমান্ড ১৮০০ মে:ও: ধরে লোড-শেডিং শিডিউল তৈরি করা হয়েছে এবং এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীগণ এনএলডিসি কর্তৃক বরাদ্দকৃত লোড ও ডিপিডিসি'র স্ক্যাডা দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী যথাযথভাবে লোড-শেডিং ব্যবস্থাপনা প্রতিপালন করে আসছে।	ক) পূর্ব ঘোষনা ছাড়াই এনএলডিসি লোড-শেডিং দেওয়ার জন্য ডিপিডিসি'কে নির্দেশনা দিচ্ছে। যার ফলে অপ্রত্যাশিত লোড-শেডিং হচ্ছে, গ্রাহক পর্যায় অভিযোগ বাড়ছে ও অসন্তোষ সৃষ্টি হচ্ছে। লোড-শেডিং সংক্রান্ত শিডিউল লোড-শেডিং হওয়ার পূর্বেই গ্রাহককে অবহিত করা এবং ডিপিডিসি যাতে লোড-শেডিং ম্যানেজমেন্ট যথাযথভাবে বাস্তবায়ন এর পূর্ব-প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে পারে সে লক্ষ্যে এনএলডিসি কর্তৃক পরিকল্পিত ০১ টি লোড-শেডিং শিডিউল লোড-শেডিং হওয়ার পূর্বে ডিপিডিসি'কে প্রদান করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিস্টেম কন্ট্রোল এন্ড স্ক্যাডাকে এনএলডিসি বরাবর চিঠি দিতে হবে। নির্বাহী পরিচালক, অপারেশন মহোদয় বর্ণিত বিষয়টি সার্বিকভাবে তদারকি করবেন। খ) সকল এনওসিএসকে আবশ্যিকভাবে লোডশেডিং এর তথ্য সিএমএস সফটওয়্যারে এন্ট্রি দিতে হবে। কোন অবস্থাতেই এনএলডিসি হতে প্রাপ্ত বরাদ্দের বেশি লোড (overdraw) ব্যবহার করা যাবেনা। লোডশেডিং শিডিউল এর আপডেট তথ্য সার্বক্ষনিক ডিপিডিসি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সিস্টেম কন্ট্রোল এন্ড স্ক্যাডা বর্ণিত বিষয়টি নিবিড়ভাবে তদারকি করবেন। গ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিস্টেম প্রটেকশন মে, ২৩ খ্রি: মাস পর্যন্ত ডিপিডিসি'তে বাস্তবায়িত হওয়া অটোমেটেড ফিডারের একটি লিংক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিস্টেম কন্ট্রোল এন্ড স্ক্যাডাকে প্রদান করবেন যাতে করে স্ক্যাডা থেকে অনলাইনে অটোমেটেড ফিডারের বাস্তবভিত্তিক লোড মনিটর করা যায় এবং লোডশেডিং চলাকালীন কোন এনওসিএস overdraw করলে সংশ্লিষ্ট এনওসিএসকে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা যায়।	নির্বাহী পরিচালক, (অপারেশন)/ প্রধান প্রকৌশলী (নর্থ/ সেন্ট্রাল/ সাউথ)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সিস্টেম কন্ট্রোল এন্ড স্ক্যাডা)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস সার্কেল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)।

<u>আলোচ্যসূচি-১৪:</u> **ই-নথি ও পেপারলেস অফিস**

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সভায় ম্যানেজার, আইসিটি ডেভেলপমেন্ট জানান যে, ১০৫টি দপ্তরের কোন ম্যানুয়াল নথির তথ্য সিস্টেমে এন্ট্রি দেয়নি এবং ৫৮টি দপ্তর কাগজের ব্যবহার সংক্রান্ত কোন তথ্য সিস্টেম সফটওয়্যারে এন্ট্রি দেয়নি। এপিএ এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মোট নথির ৮৫% ই-নথিতে নিষ্পন্ন করাসহ ম্যানুয়াল নথি ও কাগজের ব্যবহার এর তথ্য সিস্টেমে এন্ট্রি দেওয়ার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ক) ম্যানুয়াল নথি ও পেপার consumption এর তথ্য প্রতি মাসের ০৩-০৪ তারিখ এর মধ্যে সকল দপ্তরকে স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার এর মেনু বারের ম্যানুয়াল নথি ও পেপার consumption option এ গিয়ে এন্ট্রি করতে হবে। সকল দপ্তর কর্তৃক ম্যানুয়াল নথি ও কাগজের ব্যবহার হ্রাস সম্পর্কিত তথ্য সিস্টেমে এন্ট্রি দেওয়ার বিষয়ে শিথিলতা পরিলক্ষিত হওয়ায় সকল দপ্তর প্রধানকে এ ব্যাপারে আরও তৎপর হওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো। খ) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল নথি ই-ফাইলিং এ নিষ্পত্তি করতে হবে।	সকল দপ্তর প্রধান/ জিএম ফিন্যান্স/ আইসিটি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা।

<u>আলোচ্যসূচি-১৫:</u> **স্টোর ম্যানেজমেন্ট, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার**

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

ম্যানেজার, আইসিটি ডিএম কামরুল জানান যে, গত এক মাসে এনওসিএস মগবাজার, কাকরাইল, পোস্তগোলা, সাতমসজিদ লোকাল স্টোরের কোন ডাটা এন্ট্রি পাওয়া যায়নি। এছাড়া প্রকল্প দপ্তরের কোন inventory আপডেট করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত কোন মালামাল ইস্যু হয়নি মর্মে ডিজিএম ফিন্যান্স, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট এন্ড স্টোর একাউন্টিং, হায়দার আলী সভায় উল্লেখ করেন। এছাড়া অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে প্রায় ৯৯.৮৫% এন্ট্রি সম্পন্ন হয়েছে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। কিন্তু মাঠ পর্যায়ের সংরক্ষনজনিত কাজের কোন রেকর্ড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে প্রতিফলন হচ্ছেনা। মাঠ পর্যায়ের সংরক্ষনজনিত কাজের রেকর্ড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে প্রতিফলন এর জন্য সফটওয়্যারে এন্ট্রির ব্যাপারে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ক) এনওসিএস এর লোকাল স্টোরে মালামাল ইস্যুর সময়ে স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যারে ডাটা এন্ট্রি দিতে হবে। যে সমস্ত দপ্তর মালামাল ইস্যু করে সে সমস্ত দপ্তরকে আবশ্যিকভাবে তাদের লোকাল স্টোরের মালামাল এর এন্ট্রি সর্বদা আপডেট রাখতে হবে। এনওসিএস পোস্তগোলা, সাতমসজিদ, কাকরাইল ও মগবাজারকে অবিলম্বে তাদের শেষ মাসের লোকাল স্টোরের মালামালের ডাটা স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যারে এন্ট্রি দিতে হবে। খ) মাঠ পর্যায়ের সংরক্ষনজনিত কাজের রেকর্ড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে প্রতিফলন এর জন্য সকল এনওসিএসকে ট্রান্সফরমার সংরক্ষন ও মেইনটেন্যান্স জনিত কাজের ডাটা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যারে এন্ট্রি দিতে হবে। গ) সকল প্রকল্প দপ্তরকে তাদের স্ব স্ব প্রকল্পের ইনভেনটরি আপডেট করে মালামাল ইস্যুর ডাটা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যারে এন্ট্রি দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন)/ নির্বাহী পরিচালক (আইসিটি এন্ড প্রকিউরমেন্ট)/ প্রধান প্রকৌশলী (এনওসিএস নর্থ/ সেন্ট্রাল/ সাউথ)/ জিএম, আইসিটি/ ডিজিএম, ফিন্যান্স (অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট এন্ড স্টোর একাউন্টিং)/ ম্যানেজার, আইসিটি (ডেভেলপমেন্ট)/ ডিএম, আইসিটি (ডেভেলপমেন্ট)/ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর প্রধান।

আলোচ্যসূচি-১৬: APP বাস্তবায়ন অগ্রগতি

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সভায় ডি.এম কামরুল জানান যে, দপ্তর প্রধানের জন্য টোটাল ১৫৬১ টি এপিপি রয়েছে। এ বছরে ক্রয়-প্রক্রিয়াধীনের মধ্যে রয়েছে ১৩২০ টি। তন্মোধ্যে ৮৫১ টির APP utilization পাওয়া গিয়েছে যার শতকরা হার (৬৪%)। যে সমস্ত দপ্তরের এপিপি utilization করা সম্ভব হবেনা সে সমস্ত দপ্তরকে আগামী ০৭ দিনের মধ্যে এপিপি ড্রপ করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	এপিপি'র কাজের অগ্রগতি প্রকিউরমেন্ট রিভিউ কমিটির সামনে উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হওয়ায় সকল দপ্তরকে এপিপি বিষয়ক যে কাজগুলো হয়েছে তার যাবতীয় ডাটা এপিপি সিস্টেম সফটওয়্যারে এন্ট্রির মাধ্যমে অবিলম্বে সিস্টেম আপডেট করতে হবে। এপিপি কার্যক্রম প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কোয়ার্টারে সম্পন্ন করা সম্ভব না হলে চতুর্থ কোয়ার্টারে শিফট করার provision এপিপি সিস্টেম সফটওয়্যারে রাখতে হবে। প্রয়োজনে এপিপি revised করতে হবে। এছাড়া যে সমস্ত দপ্তরের এপিপি utilization করা সম্ভব হবেনা সে সমস্ত দপ্তরকে আগামী ০৭ দিনের মধ্যে এপিপি ড্রপ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (আইসিটি এন্ড প্রকিউরমেন্ট)/ জিএম (আইসিটি)/ তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (কনট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট)/ সকল দপ্তর প্রধান।

আলোচ্যসূচি-১৭: অডিট আপত্তির জবাব প্রদান সংক্রান্ত আলোচনা:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

সভায় জিএম, অডিট জানান যে, রিপোর্টভূক্ত ৯৬ টি অডিট আপত্তির মধ্যে ৪৪ টির জবাব পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া সভায় ডিজিএম, গভ: এন্ড রেভেনিউ অডিট জানান যে, ত্রী-পক্ষীয় সভায় ১৬ টি অডিট আপত্তি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং ১৬ টি আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ডিজিএম, গভ: এন্ড রেভেনিউ অডিট জানান যে, ২৩১ টি রিপোর্টভূক্ত অডিট আপত্তির মধ্যে ০৭ টি ত্রি-পক্ষীয় সভায় ৯৭টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া ৭৯ টি অডিট আপত্তির জবাব প্রদান করার জন্য অডিট দপ্তর থেকে সকল এনওসিএস দপ্তরে চিঠি প্রদান করা হয়েছে। যে সমস্ত গ্রাহকের অল্প পরিমান বকেয়া রয়েছে সে গ্রাহকদের বকেয়া আদায় করে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সকল এনওসিএস দপ্তরকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। অন্যথায় এই বিপুল পরিমাণ আপত্তি নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবেনা মর্মে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তিনি আরও জানান যে, রিপোর্টভূক্ত ২৮ টি অডিট আপত্তির মধ্যে ১৯ টি আদায়যোগ্য। ১৪ টি রিপোর্টভূক্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীকে ১০০ % বকেয়া আদায় করে জবাব প্রেরণ করতে হবে মর্মে ডিজিএম, গভ: এন্ড রেভেনিউ অডিট সভায় উল্লেখ করেন।	ক) রিপোর্টভূক্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট এনওসিএস এর নির্বাহী প্রকৌশলীকে মাঠ পর্যায়ে গ্রাহকের অবশিষ্ট বকেয়া আদায় করে রিপোর্টভূক্ত ৪৪+১৪ টি অডিট আপত্তির প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব আগামী জুন, ২৩ খ্রি: এর মধ্যে জিএম, অডিট দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। খ) রিপোর্টভূক্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির অগ্রগতির বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক, ফিন্যান্স মহোদয় জিএম, অডিট ও এ কাজের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে নিয়ে আগামী জুন, ২০২৩ খ্রি: মাসে একটি মিটিং করবেন। জিএম, অডিট মিটিং এ গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি রিপোর্ট পরবর্তী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করবেন।	নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন)/ নির্বাহী পরিচালক (ফিন্যান্স)/ প্রধান প্রকৌশলী (এনওসিএস নর্থ/ সেন্ট্রাল/ সাউথ)/ জিএম, অডিট/ আইসিটি/ ডিজিএম (গভ: এন্ড রেভেনিউ অডিট)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস সার্কেল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল এনওসিএস)।

আলোচ্যসূচি-১৮: নিরাপত্তা সংক্রান্ত:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
সিকিউরিটি গার্ড, আনসার এবং সিকিউরিটি সুপারভাইজর ও নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অধিক সতর্কতার সহিত ডিউটি করা সংক্রান্তঃ চলতি গ্রীষ্ম মৌসুমে প্রচন্ড গরম, বৈরি আবহাওয়া, লোড শেডিং এবং দেশের সার্বিক দিক বিবেচনা করে ডিপিডিসি'র আওতাধীন কেপিআই সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে মর্মে সভায় আলোচনা হয়। বিশেষ করে স্থাপনাসমূহে যাতে কোন ধরণের অবৈধ অনুপ্রবেশ না ঘটতে পারে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সজাগ থাকার ব্যাপারে সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) বিভাগীয় ও আউট সোর্সড সিকিউরিটি গার্ড এবং আনসার সদস্যদের অধিক সতর্কতার সাথে ডিউটি করতে হবে। (খ) সিকিউরিটি সুপারভাইজর এবং কর্মকর্তাদের আকস্মিক স্থাপনা পরিদর্শন করতে হবে।	ডিজিএম (এইচ আর), সিকিউরিটি এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাগণ।

গ্রীষ্ম মৌসুমে অগ্নি দুর্ঘটনার ঝুঁকি বেশি থাকায় সতর্কতা এবং অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা মজবুত করা সংক্রান্তঃ সম্প্রতি রাজধানীর বঙ্গাবাজার এবং নিউ সুপার মার্কেটে অগ্নিকান্ডে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। চলতি গ্রীষ্মকালীন শুষ্ক মৌসুমে বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ও অগ্নিকান্ড সম্পর্কে সবাইকে সচেতন থাকার উপর সভায় জোর দেয়া হয়। বিশেষ করে প্রত্যেক উপকেন্দ্রে কর্মরত সবাইকে ফায়ার এক্সটিংগুইশার ব্যবহার সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। ইদানিং লক্ষ্য করা করা যাচ্ছে উপকেন্দ্রসমূহের ট্রান্সফরমার ইয়ার্ডের অনেক কাছে অনেকেই গাড়ী পার্কিং করছেন। প্রচন্ড গরম আবহাওয়ায় যানবাহনের জ্বালানি ট্রান্সফরমারের গরম হাওয়ার নিকটবর্তী দূরত্বে থাকলে বিস্ফোরণসহ অগ্নি ঝুঁকি বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় মর্মে সভায় উল্লেখ করা হয়। এ বিষয়টি নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে খুব ভালোভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং উপকেন্দ্রের ট্রান্সফর্মার ইয়ার্ডের একেবারে সন্নীকটবর্তী স্থানে যাতে কেউ গাড়ী পার্কিং না করে এবং অগ্নি দূর্ঘটনা প্রতিরোধ সংক্রান্ত সার্কুলার জারি করার বিষয়ে সভায় গুরত্বারোপ করা হয়।	বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ও অগ্নিকান্ড প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ফায়ার এক্সটিংগুইশার ব্যবহার সম্পর্কে সকলকে স্থানীয় প্রশিক্ষণ/ফায়ার ড্রিলে অংশগ্রহণ করতে হবে। উপকেন্দ্রের ট্রান্সফরমার ইয়ার্ডের সন্নিকটে যাতে কেউ গাড়ি পার্কিং না করে এবং অগ্নি দূর্ঘটনা প্রতিরোধে বিশেষ সার্কুলার জারি করতে হবে।	সকল দপ্তর প্রধান ডিজিএম (এইচ আর), সিকিউরিটি

এছাড়া সময় স্বল্পতার কারণে সমন্বয় সভার যে এজেন্ডাগুলো আলোচনা করা সম্ভব হয় নি, পূর্বের সমন্বয় সভায় আলোচিত সে এজেন্ডাগুলোর সিদ্ধান্তসমূহ অপরিবর্তিত ও পুনর্বহাল থাকবে। পরিশেষে আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলের সু-স্বাস্থ্য কামনা করে সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বিকাশ দেওয়ান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

স্মারক নম্বর: ২৭.৮৭.০০০০.০০০.০৬.০০১.২২.৩৪

তারিখ: ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
৩০ মে ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (আডমিনিসট্রেইশন এন্ড এইচ.আর/ ইঞ্জিনিয়ারিং/ অপারেশনস/ ফিন্যান্স/আইসিটি এন্ড প্রকিউরমেন্ট), ডিপিডিসি।
২) সকল চিফ ইঞ্জিনিয়ার/সকল জেনারেল ম্যানেজার
৩) সকল সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার/প্রজেক্ট ডিরেক্টর, ডিপিডিসি।
৪) সকল নির্বাহী প্রকৌশলী/ম্যানেজার, ডিপিডিসি।
৫) সাব ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক- এর দপ্তর, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)
৬) জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (এইচ আর), ব্যবস্থাপনা পরিচালক- এর দপ্তর, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)

খন্দকার এ.এইচ.এম. জুলফিকার হায়দার
চিফ কোর্ডিনেশন অফিসার (সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার)